NOV. 21 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

খুলনায় শিক্ষকের হাতে জিম্মি একটি গার্লস কলেজ

খুলনা অফিস ঃ এক শিক্ষকের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে খুলনা পাইওনিয়ার গার্লস কলেজ। নাম তার কে.এম আলমগীর হোসেন। ইংরেজী বিভাগের লেকচারার এবং একটি কোচিং সেন্টারের কর্ণধার তিনি। কলেজের পাশে বাবু খান রোডে ওই কোচিং সেন্টারটি অবস্থিত।

তিনি সম্প্রতি কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর অলিখিত নির্দেশনা জারি করে বলেছেন; তার ঐ কোচিং-এ পড়তেই হবে। নতুবা ক্লাস পরীক্ষায় ফেল করানো হবে। সদ্য সমাপ্ত ডিগ্রী ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় তার কথা রেখেছেন। মোট ৩১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে ২৫ জন। আর পাস করেছে মাত্র ৬ জন, যারা ঐ কোচিং সেন্টারের ছাত্রী। বিষয়টি নিয়ে কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ফেল করা ছাত্রীরা পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখতে চাইলে, তিনি তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। বিষয়টি এক পর্যায়ে অন্যান্য শিক্ষকরা জানতে পারেন। এ নিয়ে কলেজের অপর শিক্ষক রবিউল ইসলামের সাথে কথা কাটাকাটি হয় আলমগীর হোসেনের। এক পর্যায়ে আলমগীর হোসেন প্রকাশ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও ছাত্রীদের সামনে হামলা চালায় রবিউল ইসলামের উপর। ঘুষি মেরে মুখ ফাটিয়ে দেন। খবর পেয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত রবিউল ইসলামকে বাসায় পাঠানো হয়। তখনও ক্যাম্পাসে মস্তানদের ন্যায় হুংকার দিতে থাকেন আলমগীর হোসেন।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর হাসিনা হেনার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি অনুরোধ করেন সংবাদটি প্রকাশ না করার জন্য। হামলাকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কলেজের অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে তারপর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে কলেজের সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অন্যদিকে আহত শিক্ষক রবিউল ইসলাম বলেন, "আমি এখন জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত। কারণ কলেজ ক্যাম্পাসে একজন শিক্ষক এমন আচরণ করবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। তাহলে একজন শিক্ষক আর মস্তানের মধ্যে তো কোন পার্থক্য থাকলো না।"